BDeBooks.com

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

নবোনগরী

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

রবোনগরী

রবোনগরীতে একদিন একটা কালো ক্যাপসুল এসে হাজির হল। প্রথমে সেটি চোখে পড়েছিল যোগাযোগ কেন্দ্রের একজন সৌখিন জ্যোতির্বিদের চোখে। অবসর সময়ে সে টেলিস্কোপ চোখে মহাকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, এভাবে তাকিয়ে থাকার সময় সে প্রথম একটি মহাকাশযানকে দেখতে পায়। মহাকাশযানটি ছিল একটি বিধ্বস্ত মহাকাশযান এবং সৌখিন জ্যোতির্বিদ সেটিকে প্রথমে শত্রু মহাকাশযান হিসেবে ভুল করেছিল। তারা মহাজাগতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিলগ্নে বাস করছে, গ্রহে গ্রহে হানাহানি, ধ্বংসযজ্ঞ, শক্তি প্রয়োগ হচ্ছে– সবাইকেই তাই সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। রবোনগরীর সবাই তাই তাদের অস্ত্র উদ্যত করে সতর্ক হয়ে থাকল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পেল মহাকাশযানটি বিধ্বস্ত এবং তার মাঝে কারগো বলতে একটি কালো ক্যাপসুল। ক্যাপসুলটি খুলে দেখা গেল তার মাঝে জীবনরক্ষাকারী প্রক্রিয়া ব্যবহার করে কোনভাবে একজন মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

রবোনগরীর জন্যে সেটি ছিল একটি খুব বড় ঘটনা তার কারণ রবোনগরী হচ্ছে রবোটদের নগর, এখানে সবাই রবোট। তাদের অনেকে শুধু মানুষের নাম শুনেছে কখনো নিজের চোখে কোন মানুষ দেখে নি। ক্যাপসুলের মানুষটিকে তারা খুব অবাক হয়ে দেখল। তারা জানত মানুষ অত্যন্ত কোমল প্রাণী, তাপ চাপ বা শক্তির অত্যন্ত ক্ষুদ্র তারতম্যেই তাদের শরীর বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ যে প্রকৃত অর্থে কি পরিমাণ অসহায় সেটা তারা আবিষ্কার করল জীবনরক্ষাকারী প্রক্রিয়ায় বেঁচে থাকা এই অসহায় মানুষটিকে দেখে।

মানুষটির কি হয়েছে তারা জানত না এবং তাকে নিয়ে কি করবে সেটাও তারা বুঝতে পারল না। নিজেদের কপোট্রন, রবোনগরীর মূল তথ্য কেন্দ্র হাতড়ে নানারকম তথ্য জড়ো করে তারা মানুষটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করল, কিন্তু দেখা গেল সেটি সম্ভব নয়।

রবোনগরীর সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় দলপতি কুরোশিয়া। কুরোশিয়ার মূল কপোট্রন যদিও প্রাচীন পি–৪৬ ধরনের কিন্তু নূতন প্রজন্মের মডিউলগুলি তার কপোট্রনে জুড়ে দেয়া আছে। তার কার্যকর

স্মৃতির পরিমাণ বিশাল এবং মূল তথ্যকেন্দ্রে তার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকায় কুরোশিয়া অন্য যেকোন রবোট থেকে ভাল সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সে তার বিশাল যান্ত্রিক মাথা নেড়ে সবুজ ফটোসেলের চোখ পিট পিট করে কয়েকবার বন্ধ করে এবং খুলে বলল, আমার মনে হয় মানুষটিকে আর কষ্ট দেয়া ঠিক নয়।

প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা একজন রবোট জিজ্ঞেস করল, কষ্ট মানে কি ?

কুরোশিয়া বলল, কষ্ট এক ধরনের মানবিক প্রক্রিয়া। মানুষের মূল মানবিক প্রক্রিয়া দুই ধরনের। একটির নাম কষ্ট অন্যটির নাম আনন্দ। আনন্দ নামের প্রক্রিয়াটি তারা পেতে চায়, কষ্টটি পেতে চায় না।

তার কারণ কি ?

কুরোশিয়া মূল তথ্যকেন্দ্রের সাথে খানিকক্ষণ তথ্য বিনিময় করে বলল, কারণটি সম্ভবত তাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কম্পনের সাথে জড়িত। কষ্ট প্রক্রিয়াটি তাদের স্বাভাবিক কম্পনকে ব্যাহত করে।

নগরীর উন্নয়নের দায়িত্বে থাকা অন্য একটি রবোট বলল, মানুষটি কি এখন কষ্ট পাচ্ছে ?

কুরোশিয়া তার মাথা নেড়ে বলল, আমি নিশ্চিত। কষ্ট পাওয়া মানুষের মুখভঙ্গীর সাথে আমি পরিচিত। তখন তাদের ভুরু কুঞ্চিত থাকে মুখ মণ্ডল অল্প খোলা রাখে এবং তুলনামূলকভাবে দ্রুত নিঃশ্বাস নেয়। এই মানুষটি তাই করছে। আমি নিশ্চিত সে কষ্ট পাচ্ছে।

আমরা কীভাবে তাকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেব ?

তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে হবে।

মৃত্যু ? তুলনামূলকভাবে নূতন প্রজাতির একটি রবোট বলল, সেটি কী ?

কুরোশিয়া উত্তর দেওয়ার আগেই আরেকটি প্রাচীন রবোট বলল, মৃত্যু হচ্ছে চূড়ান্ত ধ্বংস প্রক্রিয়া। একজন মানুষের মৃত্যু হলে সে আর জীবনে ফিরে আসতে পারে না।

নূতন প্রজন্মের আরেকটি রবোট বলল, কী আশ্চর্য !

কুরোশিয়া মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, এটি খুব আশ্চর্য। মানুষ মাত্রই আশ্চর্য। মৃত্যু থেকে ফিরে আসা যায় না বলে মানুষ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে খুব সাবধানে শুধু যখন তাদের অন্য কোন উপায় থাকে না তখন।

রবোটগুলি কোন কথা না বলে নিঃশব্দে স্থির হয়ে বসে রইল। যান্ত্রিক অনুভূতিতে বিষণ্ণতা একটি দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া, সে কারণে তারা সত্যিকার

অর্থে বিষণ্ণ হতে পারল না।

পরদিন মানুষটির জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রটি ব্যবহার করে মানুষটির জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। মানুষটি তার খোলা চোখ মেলে বলল, আমি কোথায় ?

কুরোশিয়া বলল, তুমি রবোনগরীতে।

রবোনগরী ? এখানে মানুষ নেই ?

না, আমরা সবাই রবোট। কিন্তু আমরা তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

মানুষটি যন্ত্রণাকাতর মুখে খানিকক্ষণ কুরোশিয়ার ধাতব মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর দুর্বল গলায় বলল, তুমি সত্যিই আমাকে সাহায্য করতে চাও ?

হ্যাঁ।

তাহলে মৃত্যুর আগে একবার আমাকে সত্যিকার একজন মানুষের সাথে কথা বলতে দাও।

কুরোশিয়া দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আমরা যেখানে থাকি– গ্যালাক্সীর এই কোণায় কোন মানুষ নেই।

মানুষটি কোন কথা না বলে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কুরোশিয়ার মাঝে সত্যিকার মানবিক আবেগ নেই কিন্তু তবু সে মানুষের দুঃখটুকু অনুভব করতে পারল।

ধীরে ধীরে মানুষটির শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে। তার গায়ের বর্ণ বিবর্ণ হয়ে আসে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হতে থাকে, হৃদস্পন্দন কমে আসে, শরীরের তাপমাত্রা নিচে নেমে যায়। কুরোশিয়া মাথা নেড়ে অন্য রবোটদের বলল, আর কিছুদিনের মাঝেই মানুষটির মৃত্যু হবে।

নতুন প্রজন্মের একটি রবোট বলল, আমরা কি তার মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পারি না ? জীবনরক্ষাকারী প্রক্রিয়াটিতে কি হাত দেয়া যায় না ?

কুরোশিয়া মাথা নেড়ে বলল, মানুষের মৃত্যু একটি চূড়ান্ত প্রক্রিয়া, এর থেকে ফিরে আসার কোন উপায় নেই। আমি সেখানে হাত দেওয়া পছন্দ করি না।

কাজেই রুগ্ন মানুষটি কালো ক্যাপসুলে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে। কুরোশিয়া আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করে বলল, মানুষের জীবনী শক্তি অপরিসীম। এই মানুষটি মৃত্যুকে গ্রহণ করে নি বলে তার মৃত্যু হচ্ছে না।

নিরাপত্তা কেন্দ্রের চতুর্থ মাত্রার একটি রবোট বলল, কেন সে মৃত্যুকে গ্রহণ করে নি ?

কারণ সে মৃত্যুর আগে একজন মানুষের সাথে কথা বলতে চেয়েছে। যতক্ষণ সে একজন মানুষের সাথে কথা বলবে না ততক্ষণ সে নিজে থেকে মৃত্যুকে গ্রহণ করবে না। মৃত্যুকে জোর করে তার ভিতরে প্রবেশ করতে হবে। যতক্ষণ সেটি না ঘটবে ততক্ষণ মানুষটি তার কালো ক্যাপসুলে শুয়ে কষ্ট ভোগ করবে।

চতুর্থ মাত্রার রবোটটি জিজ্ঞেস করল, মানুষটি কী নিয়ে কথা বলবে বলে তোমার মনে হয় ?

কুরোশিয়া আবার মূল তথ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করে নানারকম তথ্য পর্যালোচনা করে বলল, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু কথাটি হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানব সভ্যতার গূঢ় তথ্যটি তার মাঝে লুকিয়ে থাকবে।

নতুন প্রজন্মের একটি রবোট তার কম্পেট্রনে উত্তেজনার টার্বো চ্যানেল চালু করে বলল, আমরা কি একজন মানুষকে খুঁজে আনতে পারি না ? তাহলে অসুস্থ মানুষটির শেষ কথাটি শুনতে পেতাম। মানুষের সভ্যতার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতাম।

উৎসাহী আরেকটি রবোট বলল, আমরাও তাহলে আমাদের সভ্যতা মানুষের সভ্যতার অনুকরণে তৈরি করতে পারতাম।

কুরোশিয়া খানিকক্ষণ নূতন প্রজন্মের এই উৎসাহী রবোটটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। আমারও খুব জানার কৌতূহল হচ্ছে এই মানুষটি কী কথা বলবে।

আমরা কি আন্তঃগ্যালাক্টিক বুলেটিন বোর্ডে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বা খবর পাঠাতে পারি না ?

ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য, কিন্তু আমি চেষ্টা করব।

কয়েকদিন পর কুরোশিয়া এবং রবোনগরীর অন্যান্য প্রবীণ রবোটেরা আন্তঃগ্যালাক্টিক বুলেটিন বোর্ডে এরকম একটি খবর প্রচারের ব্যবস্থা করল ঃ

রবোনগরীতে একজন মানুষ মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অন্য একজন মানুষের সাথে কথা বলতে চান। কোন দয়ার্দ্র মানুষ কি এই উদ্দেশ্যে অল্প সময়ের জন্যে রবোনগরীতে পদার্পণ করবেন ?

বুলেটিন বোর্ডে খবর প্রচারিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন কেটে গেল, কিন্তু কোন মানুষ রবোনগরীতে দেখা করতে এল না। রুগ্ন মানুষটির অবস্থা ধীরে ধীরে আরো খারাপ হয়ে গেল, তার নিঃশ্বাস প্রায় শোনা যায় না, হৃদস্পন্দন কমে প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। কুরোশিয়া মাথা নেড়ে তার

সবুজ ফটোসেলের চোখ পিট পিট করে বলল, আমার মনে হচ্ছে এই মানুষটি সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগা। সম্ভবত তাঁকে তার শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই মৃত্যু বরণ করতে হবে।

অন্যান্য রবোটরাও মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, কেউ কোন কথা বলল না।

যখন রবোনগরীর সবাই আন্তঃগ্যালাক্টিক গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে কোন মানুষের এখানে পদার্পণ করার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। ঠিক তখন তারা মহাকাশে একটি মহাকাশযান আবিষ্কার করল। হাইপার ডাইভ দিয়ে কাছাকাছি চলে আসার পর রবোনগরীর রবোটেরা মহাকাশযানের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারল সত্যি সত্যি বুলেটিন বোর্ডের তথ্য পড়ে একজন পরিব্রাজক মানুষ রুগ্ন মানুষটির সাথে দেখা করতে আসছে।

পরদিন অপরাহ্নে মহাকাশযানটি রবোনগরীতে পৌঁছাল এবং দুটি সেখান থেকে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ নেমে এল। তার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ কিন্তু চোখ দুটি আশ্চর্য রকম সজীব। কুরোশিয়া মানুষটিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আমাদের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্যে তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। মধ্যবয়স্ক পরিব্রাজক মানুষটি বলল, একজন মানুষের অন্য মানুষের প্রতি একটি দায়িত্ব থাকে। আমি সেই দায়িত্ববোধ থেকে এসেছি। কোথায় আছে সেই রুগ্ন মানুষটি ?

চল আমার সাথে, আমি তোমাকে নিয়ে যাই। কুরোশিয়া মানুষটির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, তুমি যখন এই রুগ্ন মানুষটির সাথে কথা বলবে তখন আমি কি তোমার পাশে থাকতে পারি ?

মধ্যবয়স্ক পরিব্রাজক মানুষটি একটু অবাক হয়ে কুরোশিয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি যদি চাও অবশ্যি থাকতে পার।

রুগ্ন মানুষটির জীবনরক্ষাকারী প্রক্রিয়া চালু করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। মানুষটি চোখ খুলে কুরোশিয়ার পাশে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক মানুষটিকে দেখতে পায় এবং তার নিষ্প্রভ চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে জ্বলে উঠে। সে তার দুর্বল ডান হাতটি উঁচু করে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। মধ্যবয়স্ক মানুষটি রুগ্ন মানুষটির দুর্বল হাতটি দুই হাতের মাঝে নিয়ে নরম গলায় বলল, আমি সুদূর গ্যালাক্টিক গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি।

রুগ্ন মানুষটি তার চোখের পাতা ফেলে শোনা যায় না এরকম গলায় বলল, তোমাকে ধন্যবাদ।

তুমি আমাকে কিছু বলবে ?

রুগ্ন মানুষটি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বলব।

কী বলবে ?

আমি– আমি তোমাদের ভালবাসি।

মধ্যবয়স্ক মানুষটি ঝুঁকে পড়ে নরম গলায় বলল, আমি জানি. একজন মানুষ সবসময় অন্য একজন মানুষকে ভালবাসে।

রুগ্ন মানুষটি তার চোখ বন্ধ করল এবং তার চোখের কোণা দিয়ে এক ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ে। মানুষটি তার দুর্বল হাত দিয়ে মধ্যবয়স্ক মানুষটির হাত ধরে রাখে তার মুখে এক ধরনের প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠে। কিছুক্ষণের মাঝেই তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে হৃদস্পন্দন থেমে যায়।

কুরোশিয়া রুগ্ন মানুষটির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে একবার স্পর্শ করে বলল, মানুষটি কি মৃত্যুবরণ করেছে ?

হ্যাঁ কুরোশিয়া।

এই একটি কথা বলার জন্যে সে এতদিন অপেক্ষা করেছিল ?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানতে সে এই কথা বলবে ?

মধ্যবয়স্ক মানুষটি একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, জানতাম।

কুরোশিয়া কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, কি আশ্চর্য।

মানুষটি একটু অবাক হয়ে রবোট দলপতি কুরোশিয়ার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না।

দুই সহস্র বৎসরে রবোনগরীর যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি পরবর্তী কয়েক বৎসরে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল। আন্তঃগ্যালাক্টিক ইতিহাস জার্নালে তার কারণ হিসেবে রবোটের গভীর হীনম্মন্যতার কথা উল্লেখ করা হয়।